সরকারি সেবামূলক কর্মসূচী

ও

কর্তৃপক্ষের তালিকা

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ

তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও ক্ষমতায়ন ঃ সরকারি সেবামূলক কর্মসূচী ও কর্তৃপক্ষের তালিকা

প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর ২০১০

দ্বিতীয় সংস্করণ
আগস্ট ২০১১

প্রকাশক
রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ (রিইব), ঢাকা
বাড়ি-১০৪, সড়ক - ২৫, ব্লক - এ, বনানী, ঢাকা - ১২১৩
ফোন : ৮৮০-২-৮৮৬০৮৩০-১, ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৮১১৯৬২
ই-মেইল : rib@citech-bd.com, Website : www.rib-bangladesh.org

আর্থিক সহযোগিতায়
রোসা লাক্সেম্বার্গ স্টিফটুং (Rosa- Luxemburg- Stiftung)
ফ্রাঞ্জ-মেহরিং প্লাটজ-১,
১০২৪৩ বার্লিন, জার্মানী
Website : www.rosalux.de

মুদ্রণে
ডানা প্রিন্টার্স লিমিটেড
গ-১৬ মহাখালী বা/এ, ঢাকা - ১২১২
ফোন: ৮৮২৮৭০৩, ৮৮৩৫৮৩৬

মূল্য : ৬০.০০ টাকা

সূচীপত্র

১. ভূমিকা ---------- ৫

২. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় : বয়স্ক ভাতা কর্মসূচী ---------- ৭

৩. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় : প্রতিবন্ধী ভাতা ---------- ৮

৪. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় : প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচী ---------- ৯

৫. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় : দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন (ভিজিডি) কর্মসূচী ---------- ১০

৬. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় : দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কার্যক্রম ---------- ১১

৭. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় : বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা কর্মসূচী ---------- ১২

৮. খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় : ভিজিএফ কর্মসূচী ---------- ১৩

৯. খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় : কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) কর্মসূচী ---------- ১৪

১০. খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় : জিআর ক্যাশ (নগদ অর্থ) বন্টন কর্মসূচী ---------- ১৫

১১. খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় : গৃহবাবদ মঞ্জুরী (টাকা) বরাদ্দ/বন্টন কর্মসূচী ---------- ১৬

১২. খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় : অতি দরিদ্র জনগণের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচী ---------- ১৭

১৩. খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় : কম্বল/চাঁদর/শীতবস্ত্র বরাদ্দ/বন্টন কর্মসূচী ---------- ১৮

১৪. খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় : গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচী ---------- ১৯

১৫. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় : প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচী ---------- ২০

১৬. শিক্ষা মন্ত্রণালয় : মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তি প্রকল্প (সেকেন্ডারী এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট) ---------- ২১

১৭. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় : মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা কার্যক্রম ---------- ২২

১৮. ভূমি মন্ত্রণালয় : খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা ---------- ২৩

১৯. কৃষি মন্ত্রণালয় : কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণের নিয়মাবলী ---------- ২৪

ভূমিকা

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব) জার্মানীর রোসা লাক্সেম্বার্গ স্টিফটুং-এর সহায়তায় "তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সামাজিক ন্যায়বিচার অর্জন ও ক্ষমতায়ন" শিরোনামে একটি প্রকল্পের কাজ করছে ২০১০ সাল থেকে। দেশের সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ প্রয়োগ করে যাতে নিজেদের অধিকার স্থাপন ও অবস্থার পরিবর্তন করে দারিদ্র্য দূর করতে পারে সেটাই এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য । তথ্য অধিকার আইনের কার্যকারিতা তখনই সম্ভব হবে যখন কি না জনগণ এই আইনটিকে ব্যবহার করে নিজেদের জীবনে কাজে লাগাতে পারে। এক্ষেত্রে সুবিধাবঞ্চিত জনগণ এই আইন প্রয়োগ করে সরকারের যত সামাজিক সুরক্ষামূলক কর্মসূচী বিদ্যমান আছে তার পূর্ণাঙ্গ সুফল পেতে পারে। কেননা অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, যথার্থ তথ্যের অভাবেই সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী তাদের জন্য বরাদ্দ সরকারী কর্মসূচীর সুফল পেতে সক্ষম হয়নি। তথ্য অধিকার আইনের অধীন সকল সরকারি বেসরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদনপত্র লিখে তথ্য পাওয়া সম্ভব, যে তথ্য কাজে লাগিয়ে তারা সুফল পেতে পারে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, আবেদনকারীকে প্রথম যেখানে তথ্য আবেদন করতে হবে সেই কর্তৃপক্ষের নাম এই বইতে দেওয়া হয়েছে । আইন অনুযায়ী আপীল কর্তৃপক্ষ হবেন উক্ত অফিসেরই উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ।

বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এমনকি মূলধারার জনগোষ্ঠীও সঠিকভাবে জানে না যে, এইসব সরকারি স্কীম পাবার জন্য কার কাছে, কোথায় আবেদন করতে হবে এবং কোন নিয়মাবলীর ভিত্তিতে তারা সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচীর সুবিধা পেতে পারে। রিইব এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নীতিমালার ভিত্তিতে এই "তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও ক্ষমতায়ন ঃ সরকারি সেবামূলক কর্মসূচী ও কর্তৃপক্ষের তালিকা" বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করে ২০১০ সালে।

গত বছর বইটি প্রকাশিত হবার সাথে সাথেই অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিশেষ করে যেসব বেসরকারী সংস্থা গ্রামাঞ্চলে উন্নয়নের কাজ করে থাকে তারা আগ্রহী হয়েছে বইটি কিনতে। ফলে প্রথম সংস্করণ দ্রুত শেষ হয়ে যায়। বইটির চাহিদা প্রমাণ করে যে, সাধারণ মানুষের কাছে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য কতটা দূর্লভ। এই বইটিতে একত্রে সন্নিবেশিত তথ্য তাদেরকে বইটির প্রতি আগ্রহী করেছে। সেই বিষয়টি মনে রেখেই এবারে বইটিকে আরও তথ্যসমৃদ্ধ করা হয়েছে। "খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা" এবং "কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণের নিয়মাবলী" এতে সংযুক্ত করা হয়েছে। বইটির চাহিদার প্রেক্ষিতে এবছর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

এই বইটির পান্ডুলিপি তৈরী করেছেন রিইব-এর 'তথ্য অধিকার টিম'-এর সুরাইয়া বেগম ও উৎপল কান্তি খীসা।

আমরা আশা করি দেশের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর তথ্য ও জনসেবামূলক সুবিধা পাবার অধিকার প্রতিষ্ঠায় বইটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

তথ্য অধিকার টিম
রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব), ঢাকা
আগস্ট ২০১১

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় : বয়স্ক ভাতা কর্মসূচী

বয়স্ক ভাতা প্রদানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	বয়স্ক ভাতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রার্থীদের যোগ্যতা	বয়স্ক ভাতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রার্থীদের অযোগ্যতা	বয়স্ক ভাতা প্রাপ্তির আবেদন প্রদান ও প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি	বয়স্ক ভাতা লাভে প্রার্থীদের অগ্রাধিকার এর শর্তাবলী	তথ্য আবেদন করার কর্তৃপক্ষ	
					পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন (যে কোন একটি)	ইউনিয়ন/উপজেলা (যে কোন একটি)
দেশের বয়স্ক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় এনে পৃথিবীর অন্যান্য জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ন্যায় তাদেরকে আর্থিক অনুদান প্রদানের মাধ্যমে মনোবল জোরদার, পরিবারে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি ও নিরাপত্তাবোধ ফিরিয়ে আনার জন্য বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৮ সালে দুঃস্থ ও বার্ধক্যে আক্রান্ত স্বল্প উপার্জনক্ষম অথবা উপার্জনে অক্ষম বয়স্ক জনগোষ্ঠীর জন্য বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।	- প্রার্থীর বয়স কমপক্ষে ৬৫ বছরের ঊর্ধ্বে হতে হবে - প্রার্থির বার্ষিক গড় আয় অনুর্ধ ৩০০০/- (তিন হাজার) টাকা হতে হবে	- সরকারী কর্মচারী/ পরিবারের সদস্য পেনশন ভোগী হলে দুঃস্থ মহিলা হিসেবে ভিজিডি কার্ডধারী হলে অন্য কোনভাবে নিয়মিত সরকারী অনুদান প্রাপ্ত হলে - কোন বেসরকারী সংস্থা/ সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান হতে নিয়মিতভাবে আর্থিক অনুদান প্রাপ্ত হলে - সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাসকারী হলে - পেশাগত ক্ষেত্রে দিনমজুর, ঝি এর কাজ এবং ভবঘুরে হলে	- বয়স্ক ভাতা প্রদানের জন্য দরখাস্ত আহবান করে গণমাধ্যম, দৈনিক পত্রিকা ও স্থানীয়ভাবে সর্বসাধারণকে অবহিত করতে হবে - উপজেলা পর্যায়ে বয়স্ক ভাতা গ্রহণে আগ্রহী আবেদনকারীগণ নির্ধারিত ছকে (উপজেলা সমাজসেবা অফিসে পাওয়া যাবে) উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা বরাবরে আবেদনপত্র পেশ করবেন - উপজেলা বা পৌরসভা পর্যায়ে বয়স্ক ভাতা প্রদানের লক্ষ্যে প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রত্যেক উপজেলা বা পৌরসভা পর্যায়ে একটি এবং প্রত্যেক ওয়ার্ড পর্যায়ে গ্রাম সরকারের একটি কমিটি থাকবে - ক ও খ শ্রেণীর পৌরসভা পর্যায়ে বয়স্ক ভাতা গ্রহণে আগ্রহী আবেদনকারীগণ উপ-পরিচালক জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের বরাবরে আবেদন পত্র পেশ করবেন	- বয়স্ক মুক্তিযোদ্ধা হলে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবেন - শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ অক্ষম হলে অগ্রাধিকার পাবেন - শারীরিকভাবে অসুস্থ বা মানসিকভাবে অপ্রকৃতিস্থ বা শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী হলে অগ্রাধিকার পাবেন - নিঃস্ব, উদ্বাস্তু হলে অগ্রাধিকার পাবেন - ভূমিহীন হলে অগ্রাধিকার পাবেন - বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা ও বিপত্নীক হলে অগ্রাধিকার পাবেন - নিঃসন্তান, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি হলে অগ্রাধিকার পাবেন	১. পৌরসভা মেয়র কার্যালয় ২. উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তার (গ শ্রেণীর পৌরসভার ক্ষেত্রে) কার্যালয় ৩. উপ-পরিচালক জেলা সমাজসেবা কার্যালয় (ক ও খ শ্রেণীর পৌরসভার ক্ষেত্রে) ৪. সমাজসেবা অধিদফতর ৫. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	১. ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কার্যালয় ২. উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তার কার্যালয় ৩. উপ-পরিচালক জেলা সমাজসেবা কার্যালয় ৪. সমাজসেবা অধিদফতর ৫. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

উৎস: বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম-এর বাস্তবায়ন নীতিমালা (২০০৪ সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত সংশোধিত), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় : প্রতিবন্ধী ভাতা

প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	প্রতিবন্ধী ভাতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রার্থীদের যোগ্যতা	প্রতিবন্ধী ভাতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রার্থীদের অযোগ্যতা	প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি	প্রতিবন্ধী ভাতা লাভে প্রার্থীদের অগ্রাধিকার এর শর্তাবলী	তথ্য আবেদন করার কর্তৃপক্ষ	
					পৌরসভা/ সিটি কর্পোরেশন (যে কোন একটি)	ইউনিয়ন/উপজেলা (যে কোন একটি)
বাংলাদেশের প্রতিবন্ধীদের অনগ্রসরতা, অসহায়ত্ব এবং বেকারত্ব ইত্যাদির কথা চিন্তা করে সরকার সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় অনুন্নয়ন বাজেট হতে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে ২০০৫-২০২১ মেয়াদে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের (পুরুষ ও মহিলা) জন্য ভাতা প্রদান কার্যক্রম প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে- - অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন - দুঃস্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর আওতায় আনয়ন - সু-নির্দিষ্ট নীতিমালা এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাছাইকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য মাসিক ভাতা প্রদান - প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি প্রদত্ত সাংবিধানিক ও আইনগত প্রতিশ্রুতি পূরণ - প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয় জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তকরণ	- প্রতিবন্ধী" অর্থ এমন ব্যক্তি যিনি জন্মগতভাবে বা রোগাক্রান্ত হয়ে বা দুর্ঘটনায় আহত হয়ে বা অপচিকিৎসায় বা অন্যকোন কারণে দৈহিকভাবে বিকলাঙ্গ বা বুদ্ধিতে ভারসাম্যহীন - উক্তরূপ বৈকল্য বা ভারসাম্যহীনতার ফলে- ক) স্থায়ীভাবে আংশিক বা সম্পূর্ণ কর্মক্ষমতাহীন এবং খ) স্বাভাবিক জীবন যাপনে অক্ষম প্রতিবন্ধী ভাতা গ্রহীতাকে- - বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে - মাথাপিছু বার্ষিক আয় ২৪,০০০/- টাকার উর্ধ্বে নয় এমন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ - ভাতা প্রাপককে অবশ্যই দুঃস্থ প্রতিবন্ধী হতে হবে এবং যার কর্মক্ষমতা নেই - সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে - ৬ (ছয়) বছরের উর্ধ্বে সকল ধরনের প্রতিবন্ধী - বাছাই কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত হতে হবে	- যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বয়স্ক ভাতা বা সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য ভাতা পেয়ে থাকেন - চাকুরীজীবি বা অবসরপ্রাপ্ত কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যদি পেনশন পান	- ভাতা প্রাপক-কে অবশ্যই বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইনের সংজ্ঞানুযায়ী প্রতিবন্ধী হতে হবে - বাছাইকালে ভাতা প্রাপকের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় আনতে হবে	- ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে বৃদ্ধ/বৃদ্ধা প্রতিবন্ধীদের অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে - ভূমিহীন ও গৃহহীন প্রতিবন্ধীগণ ভাতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার লাভ করবেন - নারী প্রতিবন্ধীগণ অগ্রাধিকার লাভ করবেন - বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ অগ্রাধিকার লাভ করবেন - নতুন ভাতাভোগী মনোনয়নে অধিকতর দরিদ্র সংকুল ও অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ বা দূরবর্তী এলাকাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে - চিকিৎসার লক্ষ্যে গরীব মানসিক প্রতিবন্ধী শিশু (বয়স শিথিলযোগ্য) এবং সম্পূর্ণ দৃষ্টি প্রতিবন্ধীকে অগ্রাধিকার দিতে হবে	১. পৌরসভা মেয়র কার্যালয় ২. উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তার (গ শ্রেণীর পৌরসভার ক্ষেত্রে) কার্যালয় ৩. উপ-পরিচালক জেলা সমাজসেবা কার্যালয় (ক ও খ শ্রেণীর পৌরসভার ক্ষেত্রে) ৪. সমাজসেবা অধিদফতর ৫. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	১. ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কার্যালয় ২. উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তার কার্যালয় ৩. উপ-পরিচালক জেলা সমাজসেবা কার্যালয় ৪. সমাজসেবা অধিদফতর ৫. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

উৎস: সমাজসেবা অধিদফতর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, এপ্রিল, ২০০৮ ।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় : প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচী

কর্মসূচীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	প্রতিবন্ধীর সংজ্ঞা	উপবৃত্তি প্রাপ্তির যোগ্যতা ও শর্তাবলী	প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি ও উপবৃত্তির পরিমাণ	তথ্য আবেদন করার কর্তৃপক্ষ	
				পৌরসভা/ সিটি কর্পোরেশন (যে কোন একটি)	ইউনিয়ন/উপজেলা (যে কোন একটি)
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি প্রদত্ত সাংবিধানিক ও আইনগত প্রুতিশ্রুতি পূরণ । - প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে সমাজের মূলধারায় আনয়ন । - প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়নের জন্য সুযোগ-সুবিধা ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান । - শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গমন উপযোগী দরিদ্র পরিবারের প্রতিবন্ধী শিশু-কিশোরদের ভর্তির হার বৃদ্ধি, ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি হার ও ঝরে পড়া রোধকরণ এবং শিক্ষাচক্রের সমাপ্তির হার বৃদ্ধি । - প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা । - প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি, ক্ষমতায়ন ও মর্যাদা বৃদ্ধি । - জাতীয় উন্নয়নে প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের অঙ্গীকারাবদ্ধকরণ ।	"প্রতিবন্ধী" অর্থ এমন ব্যক্তি যিনি - - জন্মগতভাবে বা রোগাক্রান্ত হয়ে বা দুর্ঘটনায় আহত হয়ে বা অপচিকিৎসায় বা অন্য কোন কারণে দৈহিকভাবে বিকলাঙ্গ বা বুদ্ধিতে ভারসাম্যহীন - উক্তরূপ বৈকল্য বা ভারসাম্যহীনতার ফলে- ক) স্থায়ীভাবে আংশিক বা সম্পূর্ণ কর্মক্ষমতাহীন এবং খ) স্বাভাবিক জীবনযাপনে অক্ষম	**উপবৃত্তি প্রাপ্তির যোগ্যতা :** - বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক হতে হবে - বয়স ৫ বছর বা তদুর্ধ হতে হবে - সংজ্ঞানুযায়ী প্রতিবন্ধী হতে হবে - বাংলাদেশে সরকার স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী হতে হবে - তালিকাভূক্ত ছাত্র-ছাত্রীকে মাসে কমপক্ষে ৫০% ক্লাসে উপস্থিত থাকতে হবে - তালিকাভূক্ত ছাত্র-ছাত্রীকে বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে এবং নিয়মিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে - প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীকে সমাজসেবা অধিদফতরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত জরিপে নিবন্ধীকৃত হতে হবে **উপবৃত্তি প্রাপ্তির অযোগ্যতা:** - প্রতিবন্ধী হওয়ার কারণে সরকার কর্তৃক অন্য কোন ভাতা বা বৃত্তি প্রাপ্ত হলে একজন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী প্রতিবন্ধীতার কারণে একটি মাত্র সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন	**প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি:** - উপজেলা/শহর সমাজসেবা কর্মকর্তা উপবৃত্তি প্রাপ্তির জন্য ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে নির্ধারিত ফরমে আবেদন আহবান করবেন । - প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রী/অভিভাবক সমাজসেবা কর্মকর্তা বরাবরে শিক্ষা উপবৃত্তি প্রাপ্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন । - উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা প্রাপ্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে একটি তালিকা প্রস্তুত করবেন । এর ভিত্তিতে সমাজসেবা কর্মকর্তা অন্যান্যদের সহায়তায় একটি অগ্রাধিকার তালিকা তৈরী করবেন । এ তালিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন কমিটি চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করবে । - কোন এলাকার জন্য নির্ধারিত কোটা অনুযায়ী প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী পাওয়া না গেলে সংশ্লিষ্ট জেলার অন্য এলাকার মধ্যে যেখানে প্রতিবন্ধী সংখ্যা বেশি সেখানে হস্তান্তর করতে পারবে । - দরিদ্র, অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ এলাকার (চর পাহাড়ী, দুর্যোগ, উপকুলীয় ও দুর্গম এলাকা) প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ কোটা সংরক্ষণ করতে পারবে । **উপবৃত্তির পরিমাণ:** ১. প্রাথমিক স্তরে (১ম-৫ম শ্রেণী) মাসিক মাথাপিছু ৩০০/- (তিনশত) টাকা, মাধ্যমিক স্তরে (৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণী) মাসিক মাথাপিছু ৪৫০/- (চারশত পঞ্চাশ) টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে (একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী) মাসিক মাথাপিছু ৬০০/- (ছয়শত) টাকা এবং উচ্চতর স্তরে (স্নাতক-স্নাতকোত্তর) মাসিক মাথাপিছু ১০০০/- (এক হাজার) টাকা করে উপবৃত্তি প্রদান করা হবে ।	১. পৌরসভা মেয়র কার্যালয় ২. শহর সমাজসেবা কর্মকর্তার কার্যালয় ৩. উপ-পরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয় ৪. সমাজসেবা অধিদফতর ৫. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	১. ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কার্যালয় ২. উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তার কার্যালয় ৩. উপ-পরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয় ৪. সমাজসেবা অধিদফতর ৫. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

উৎস: সমাজসেবা অধিদফতর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ফেব্রুয়ারী, ২০০৮ ।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় : দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন (ভিজিডি) কর্মসূচী

দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন (ভিজিডি) কর্মসূচীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	ভিজিডি মহিলা বাছাই নীতিমালা	ভিজিডি মহিলা উন্নয়ন (ভিজিডি) কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্তির শর্তাবলী	ভিজিডি মহিলা উন্নয়ন (ভিজিডি) কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত না করার শর্তাবলী	ভিজিডি মহিলা উন্নয়ন (ভিজিডি) কর্মসূচীতে প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়া	তথ্য আবেদন করার কর্তৃপক্ষ	
					পৌরসভা/ সিটি কর্পোরেশন (যে কোন একটি)	ইউনিয়ন/ উপজেলা (যে কোন একটি)
বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকার দুঃস্থ মহিলাদের দারিদ্র্য ও অসহায়ত্বের কথা বিবেচনা করে তাঁদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করার জন্য বাংলাদেশ সরকার এই দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন (ভিজিডি) কর্মসূচী পরিচালনা করছে।	১. ইউনিয়নে চরম দুর্দশাগ্রস্ত ও অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার হতে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ মহিলাকে ভিজিডি কার্ডধারী হিসাবে বাছাই করতে হবে। ২. এই কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য কোন মহিলাকে কোন অর্থকড়ি বা সেবা প্রদান করতে হবে না। ৩. অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এবং কঠোরভাবে নিশ্চিত করতে হবে যেন কোন প্রকারেই কোন মহিলার নিকট থেকে কোন অর্থ বা সুবিধা গ্রহণ করা না হয়। ৪. একটি পরিবার কেবল একটি ভিজিডি কার্ড পাবে।	১. অতিমাত্রায় খাদ্য নিরাপত্তাহীন অর্থাৎ যে পরিবারের সদস্যরা প্রায়ই খাদ্যের অভাবে প্রতিদিন কোন না কোন বেলার খাবার খেতে পারে না। ২. প্রকৃত অর্থে ভূমিহীন অর্থাৎ যাদের কোন জমি নেই অথবা ০.১৫ একরের জমির মালিক। এক্ষেত্রে ভূমিহীন পরিবাররা অগ্রাধিকার পাবে। ৩. বসতবাড়ির অবস্থা (ঘরের ছাউনী, বেড়া, দরজা, খুঁটি ও পয়:নিষ্কাশন) খুবই নিম্নমানের। ৪. যে সব পরিবার দৈনিক অথবা অনিয়মিত দিনমজুর হিসাবে অতি সামান্য জীবিকা নির্বাহ করে এবং সুনির্দিষ্ট কোন আয়ের উৎস নেই। ৫. পরিবার প্রধান মহিলা এবং উপার্জনক্ষম পুরুষ সদস্য অথবা অন্য কোন আয়ের উৎস নেই।	১. মহিলা যদি নির্ধারিত বয়সের অন্তর্ভুক্ত নন (১৮ থেকে ৪৯ বছর)। ২. মহিলা যিনি অন্য কোন খাদ্য বা অর্থ সাহায্য প্রদানকারী কর্মসূচী/ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত সদস্যা। ৩. মহিলা যিনি ২০০৫-২০০৮ সনের মধ্যে যে কোন চক্রে ভিজিডি কার্ডধারী ছিলেন।	- ইউনিয়ন ভিজিডি কমিটি ভিজিডি মহিলা বাছাই-এর শর্তাবলী, প্রক্রিয়া এবং নির্দেশনাসমূহ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা অথবা উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার উপস্থিতিতে আলোচনা করে বাছাই প্রক্রিয়া সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জনপূর্বক ওয়ার্ডের মহিলা সদস্যকে প্রধান করে চার সদস্য বিশিষ্ট "ক্ষুদ্র দল" গঠন করবে। - ক্ষুদ্র দলের সদস্যরা এনজিও প্রতিনিধি সহকারে জনসভা করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এলক্ষ্যে জনসভার আগাম তথ্য প্রচার করে সংশ্লিষ্ট এলাকার সকল গ্রামের অধিবাসীদের মতামতের ভিত্তিতে সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা প্রণয়ন করবে - এই তালিকার ভিত্তিতে "ক্ষুদ্র দলে"র সদস্যরা সম্ভাব্য প্রার্থীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরিদর্শনের ভিত্তিতে যৌথ স্বাক্ষরের মাধ্যমে প্রাথমিক তালিকা চূড়ান্ত করবে। - ইউনিয়ন ভিজিডি কমিটি প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকে সংগৃহীত তালিকা একত্রিত করে উপজেলা ভিজিডি কমিটির নিকট পেশ করবে। - উপজেলা ভিজিডি কমিটি দৈব চয়নের ভিত্তিতে অন্ততঃ ১৫% প্রার্থীর বাড়ি পুন:পরিদর্শন পূর্বক নিজেদের সুপারিশ/মতামত প্রদানের ভিত্তিতে তা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পেশ করবে এবং - উপজেলা নির্বাহী অফিসার তালিকা চূড়ান্ত অনুমোদনের পর সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদে তা প্রেরণ করবেন। অতপর সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ ভিজিডি কার্ড ও প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধার কথা উক্ত মহিলাকে অবহিত করবে এবং সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য সংরক্ষণ করবে।	১. পৌরসভা মেয়র কার্যালয় ২. উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার (গ শ্রেণীর পৌরসভার ক্ষেত্রে) কার্যালয় ৩. জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় (ক ও খ শ্রেণীর পৌরসভার ক্ষেত্রে) ৪. মহিলা বিষয়ক অধিদফতর ৫. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১. ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কার্যালয় ২. উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় ৩. জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় ৪. মহিলা বিষয়ক অধিদফতর ৫. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

উৎস: দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন (ভিজিডি) কর্মসূচী নীতিমালা, চক্র: ২০০৯-২০১০, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়: দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কার্যক্রম

কর্মসূচীর কৌশলগত উদ্দেশ্য	সুবিধাভোগী হওয়ার শর্ত ও যোগ্যতা	সুবিধাভোগী বাছাই ও ভাতা বিতরণ প্রক্রিয়া	ভাতার মেয়াদ ও পরিমাণ	তথ্য আবেদন করার কর্তৃপক্ষ (যে কোন একটি)
- দরিদ্র মা ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাস করা - মাতৃদুগ্ধ পানের হার বৃদ্ধি - গর্ভাবস্থায় উন্নত পুষ্টি উপাদান গ্রহণ বৃদ্ধি - প্রসব ও প্রসবোত্তর সেবা বৃদ্ধি - ইপিআই ও পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের হার বৃদ্ধি - যৌতুক, তালাক ও বাল্যবিবাহ প্রবণতা রোধ - জন্ম নিবন্ধন উৎসাহিতকরণ - বিবাহ নিবন্ধন উদ্বুদ্ধকরণ	- প্রথম বা দ্বিতীয় গর্ভধারণকাল (যে কোন একবার) - বয়স কমপক্ষে ২০ বছর বা তার ঊর্ধ্বে হতে হবে - মোট মাসিক আয় ১৫০০/- টাকার নিম্নে হতে হবে - দরিদ্র পরিবারের প্রধান রোজগারী মহিলা হবে - দরিদ্র প্রতিবন্ধী মা হবে - কেবল বসতবাড়ী রয়েছে বা অন্যের জায়গায় বসবাস করে - নিজের বা পরিবারের কোন কৃষি জমি, মৎস্য আবাদের জন্য পুকুর বা কোন পশুসম্পদ নেই - বর্ণিত শর্তসমূহের মধ্যে কেউ প্রথম ০২ (দুই) টি সহ কমপক্ষে ০৪ (চার) টি শর্ত পূরণ করলে তার নাম প্রাথমিক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে - অধিকতর দরিদ্ররা অগ্রাধিকার পাবেন - ১ম ও ২য় গর্ভের সন্তান গর্ভাবস্থায় বা জন্মের ০২ (দুই) বৎসর সময়কালের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা পাবেন - ১ম ও ২য় গর্ভের সন্তান গর্ভাবস্থায় বা জন্মের ০২ (দুই) বৎসরের মধ্যে মারা গেলে এ ভাতার জন্য ৩য় গর্ভধারণকাল বিবেচনা করা যাবে - একজন সুবিধাভোগী জীবনে একবার ০২ (দুই) বছরের জন্য মাতৃত্বকালীণ ভাতা পাবেন । - মৃত্যু বা গর্ভপাতজনিত কারণে ভাতা প্রাপ্তির চক্র অসম্পূর্ণ থাকলে পুন:গর্ভধারণের ক্ষেত্রে তিনি ভাতা প্রাপ্তির জন্য আবারো বিবেচিত হবেন ।	- দায়িত্বপ্রাপ্ত এনজিও প্রতিনিধি সংশ্লিষ্ট মহিলা ওয়ার্ড কমিশনার, ইউনিয়ন সমাজকর্মী ও ইউনিয়নের পরিবার পরিকল্পনাকর্মীর সহযোগিতায় নিম্নবর্ণিতভাবে প্রাথমিক বাছাই কাজ সম্পন্ন করবেন - স্থানীয়ভাবে জরিপ এবং তথ্যানুসন্ধান - স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসার প্রধান, মসজিদের ইমাম, স্থানীয় কাজী এবং ইউনিয়ন ভূমি সহকারীদের নিকট হতে বয়স, বিবাহ, সন্তান সংখ্যা, মাসিক আয়, সম্পদের মালিকানা সংক্রান্ত সুনিদিষ্ট তথ্য সংগ্রহ - গর্ভধারণ বিষয়ে উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস বা উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তার অফিসের নিকট হতে বিনামূল্যে সনদ সংগ্রহ - সরেজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে তথ্য ফরম পূরণ করবেন এবং আবেদন ও প্রাপ্ত তথ্যাদি পরীক্ষা করে সুপারিশসহ সম্ভাব্য তালিকা উপজেলা কমিটির কাছে উপস্থাপন - উপজেলা মাতৃত্বকাল ভাতা কমিটি চূড়ান্ত বাছাই করে ভাতা বিতরণ কাজ পরিবীক্ষণ করবেন ।	- গর্ভধারণের ০৩ (তিন) মাস পর হতে সন্তান প্রসবসহ সর্বমোট ০২ (দুই) বছর একজন মা' কে প্রতি মাসে ৩০০/- (তিনশত) টাকা হারে ভাতা প্রদান করা যেতে পারে - উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ও এনজিও মনিটরিং কর্মকর্তা যৌথভাবে ভাতার অর্থ বিতরণ করবেন - গর্ভধারণ অবস্থায় গর্ভপাত ঘটলে পরবর্তী ০৩ (তিন) মাস পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে - সন্তান জন্মগ্রহণের পর দুই বছরের মধ্যে মারা গেলে পরবর্তী ০৩ (তিন) মাস পর্যন্ত ভাতা অব্যাহত থাকবে (২৪ মাস পূর্ণ না হলে) ।	১. উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় ২. উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় ৩. জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় ৪. মহিলা বিষয়ক অধিদফতর ৫. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

উৎস: মহিলা বিষয়ক অধিদফতর প্রকাশিত বাস্তবায়ন নীতিমালা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জুলাই, ২০০৭ ।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় : বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা কর্মসূচী

বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা প্রদানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা প্রাপ্তির যোগ্যতা	বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা প্রাপ্তির অযোগ্যতা	বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা প্রাপ্তির আবেদন প্রদান ও প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি	বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা লাভে প্রার্থীদের অগ্রাধিকার এর শর্তাবলী	তথ্য আবেদন করার কর্তৃপক্ষ	
					পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন (যে কোন একটি)	ইউনিয়ন/উপজেলা (যে কোন একটি)
পল্লী অঞ্চলের বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের দারিদ্র্য ও অসহায়ত্বের কথা বিবেচনা করে তাঁদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করার জন্য বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৮ সাল থেকে বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলা ভাতা (মাসিক ১৫০ টাকা) কার্যক্রম পরিচালনা করছে।	- "বিধবা" বলতে তাদেরকেই বুঝানো হবে যাঁদের স্বামী মৃত বা জীবিত নেই - "স্বামী পরিত্যক্তা" বলতে তাঁদেরকেই বুঝানো হবে যাঁরা স্বামী কর্তৃক তালাক প্রাপ্তা বা অন্য যে কোন কারণে অন্ততঃ দুবছর যাবৎ স্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন বা একত্রে বসবাস করেন না	- যিনি সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মজীবি - যিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেনশন ভোগ করে থাকেন - যিনি দুঃস্থ মহিলা হিসেবে ভিজিডি কার্ডধারী - যিনি অন্য কোনভাবে নিয়মিত সরকারী অনুদান পেয়ে থাকেন - যিনি কোন বেসরকারী সংস্থা / সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান হতে নিয়মিত আর্থিক অনুদান পেয়ে থাকেন - যিনি পুনর্বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন	- পৌরসভা কমিটি/ওয়ার্ড কমিটিকে, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা প্রদানের জন্য সর্বসাধারণকে স্থানীয়ভাবে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অবহিত করে দরখাস্ত আহবান করতে হবে - বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা গ্রহণে আগ্রহী আবেদনকারীগণ নির্ধারিত ছকে ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি/সদস্য-সচিব বরাবর আবেদন পত্র পেশ করবেন - বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা প্রদানের লক্ষ্যে ওয়ার্ড বা উপজেলা পর্যায়ে একটি করে কমিটি দায়িত্ব পালন করবে - কোন ভাতা প্রাপকের মৃত্যু হলে তাঁর স্থলে একই ওয়ার্ডের অপেক্ষমান তালিকা থেকে অগ্রাধিকার-ক্রম অনুযায়ী প্রার্থী নির্বাচিত করবে	- বয়ঃবৃদ্ধা অসহায় ও দুঃস্থ, বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে - যিনি দুঃস্থ, অসহায়, প্রায় ভূমিহীন, বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা এবং যাঁর ১৬ বছরের নীচে ২টি সন্তান রয়েছে, তিনি ভাতা পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন - দুঃস্থ, দরিদ্র, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তাদের মধ্যে যাঁরা প্রতিবন্ধী ও অসুস্থ তাঁরা ভাতা পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন	১. পৌরসভা মেয়র কার্যালয় ২. উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার (গ শ্রেণীর পৌরসভার ক্ষেত্রে) কার্যালয় ৩. জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় (ক ও খ শ্রেণীর পৌরসভার ক্ষেত্রে) ৪. মহিলা বিষয়ক অধিদফতর ৫. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১. ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কার্যালয় ২. উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় ৩. জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় ৪. মহিলা বিষয়ক অধিদফতর ৫. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

উৎস: বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা, মহিলা বিষয়ক অধিদফতর , মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়: ভিজিএফ কর্মসূচী

ভিজিএফ কার্ড প্রদানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য	ভিজিএফ কার্ড প্রাপ্তির যোগ্যতা	ভিজিএফ কার্ড প্রাপ্তির অযোগ্যতা	ভিজিএফ কার্ড এর প্রাথমিক তালিকা প্রণয়ন ও সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ	ভিজিএফ কার্ড -এর তালিকা অনুমোদন ও সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ	তথ্য আবেদন করার কর্তৃপক্ষ	
					পৌরসভা/ সিটি কর্পোরেশন (যে কোন একটি)	ইউনিয়ন/ উপজেলা (যে কোন একটি)
ভিজিএফ কর্মসূচীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে- - দুঃস্থ ও দরিদ্র জনসাধারণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা - দুঃস্থ ও শিশুদের মধ্যে পুষ্টি অবনতি রোধে সাহায্য করা। - উপকারভোগীদেরকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে সাময়িকভাবে সাহায্য করার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখা। - কর্মহীন সময়ে দরিদ্র জনসাধারণকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা। - প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা ইত্যাদি কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র জনসাধারণকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা।	- দিনমজুর অথবা সাময়িক মজুর যাদের আয় অনিয়মিত, অতি সামান্য বা পারিবারিক আয়ের কোন রকম ব্যবস্থা নাই এমন মহিলা/পুরুষ। - ভূমিহীন অথবা ০.১৫ একর জমির চেয়ে কম জমির মালিকানা সম্পন্ন দরিদ্র মহিলা/পুরুষ। - পঙ্গু স্বামীর স্ত্রী/প্রতিবন্ধী - নদী ভাঙ্গন/বন্যা/ পাহাড়ী ঢল প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র মহিলা/পুরুষ।	- ভিজিডি সহ কোন সরকারী/ বেসরকারী সংস্থার খাদ্য সাহায্য কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত কোন মহিলা/ পুরুষ ভিজিএফ কার্ড পাওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না। - একই পরিবারের একাধিক ব্যক্তি কোন ক্রমেই ভিজিএফ কার্ড পাওয়ার জন্য যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না।	ভিজিএফ কার্ড এর প্রাথমিক তালিকা প্রণয়ন ও সংরক্ষণ এর দায়িত্ব পালন করবে- ইউনিয়ন ভিজিএফ কমিটি/পৌরসভা ভিজিএফ কমিটি। এই কমিটির কাজ হচ্ছে- - নির্ধারিত শর্ত ও মাপকাঠির ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই করে উপকারভোগীদের তালিকা প্রস্তুতপূর্বক উপজেলা ভিজিএফ কমিটিতে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা। - উপজেলা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ভিজিএফ কার্ড ওয়ার্ড ভিত্তিক ইস্যুকরণের ব্যবস্থা করা। - নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খাদ্যশস্য উত্তোলন ও বিতরণের ব্যবস্থা করা। - ভিজিএফ কার্ড এর তালিকা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা। - ভিজিএফ কর্মসূচীর নির্দেশিকা প্রাপ্তির সাথে সাথে কমিটি গঠন করিয়া উপকারভোগীদের তালিকা প্রণয়নের কার্যক্রম শুরু করিতে হইবে। - ইউনিয়ন/পৌরসভা পর্যায়ে প্রণীত ভিজিএফ উপকারভোগীদের তালিকা ইউনিয়ন/পৌরসভা নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শন করিতে হইবে। - কমিটি খাদ্য সামগ্রী উত্তোলন, বিতরণ ও হিসাব সংরক্ষণের জন্য দায়ী থাকিবে। কমিটির সভাপতি নিরীক্ষার জন্য খাদ্যশস্য মজুত রেজিষ্টার, মাষ্টাররোল ও অন্যান্য হিসাবপত্র সংরক্ষণ করিবেন। - উপকারভোগী বিষয়ে অভিযোগ প্রাপ্তির পর তা তদন্ত পূর্বক বাতিল ও নতুনভাবে মনোনয়ন করিতে হইবে।	- উপজেলা ভিত্তিক কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত উপকারভোগীদের তালিকার ভিত্তিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ভিজিএফ কার্ড ইস্যু করিবেন। - ভিজিএফ কার্ডে জেলা/উপজেলার কোড অনুযায়ী ক্রমিক নম্বর উল্লেখ থাকিবে। - পৌরসভার মেয়র/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এই কার্ডে স্বাক্ষর করিবেন। - ভিজিএফ কার্ড হস্তান্তর যোগ্য নয়। উপকারভোগীকে এই কার্ড সংরক্ষণ করিতে হইবে। - ভিজিএফ কার্ডধারীদের তালিকা উপজেলা/ ইউনিয়ন পরিষদ/ পৌরসভা ওয়ার্ড কার্যালয়ে সংরক্ষণ করিতে হইবে। - কার্ডে জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর উল্লেখ থাকিবে।	১. পৌরসভা মেয়র কার্যালয় ২. উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তার (গ শ্রেণীর পৌরসভার ক্ষেত্রে) কার্যালয় ৩. উপ-পরিচালক জেলা সমাজসেবা কার্যালয় (ক ও খ শ্রেণীর পৌরসভার ক্ষেত্রে) ৪. ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদফতর ৫. খাদ্য, ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়	১. ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কার্যালয় ২. উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তার কার্যালয় ৩. উপ-পরিচালক জেলা সমাজসেবা কার্যালয় ৪. ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদফতর ৫. খাদ্য, ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়

উৎস: ভিজিএফ-রুলস এন্ড রেগুলেশন-০৯-১০.ডকুমেন্ট/খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়: কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) কর্মসূচী

কাবিখা কর্মসূচীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	কাবিখা কর্মসূচী কাজের ধরন	কাবিখা কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্তির যোগ্যতা	কাবিখা কর্মসূচীতে নির্ধারিত মজুরীর পরিমাণ ও অন্যান্য সুবিধাদি	কাবিখা কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মূল শর্তাবলীসমূহ	তথ্য আবেদন করার কর্তৃপক্ষ	
					পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন (যে কোন একটি)	ইউনিয়ন/উপজেলা (যে কোন একটি)
প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ এবং সাধারণ অবস্থায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচীর আওতায় বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়ন করাই এ কর্মসূচীর উদ্দেশ্য। তবে বাস্তবায়িত কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য হইবে গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি, গ্রামীণ জনগণের আয় বৃদ্ধি, দেশের সর্বত্র খাদ্য সরবরাহের ভারসাম্য আনয়ন এবং দারিদ্র বিমোচনে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করা।	এ কর্মসূচীর আওতায় পুকুর/খাল খনন/ পুর্নখনন, রাস্তা নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ, রাস্তা-বাঁধ নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ, জলাবদ্ধতা দুরীকরণের জন্য নালা ও সেচ নালা খনন/ পুনর্খনন, বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মাঠে মাটি ভরাট, মাটির কিল্লা নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ ইত্যাদি কাজের জন্য প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়।	এ কর্মসূচীতে শ্রমিক হিসেবে কাজের সুযোগ লাভ করতে হলে উক্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।	এ কর্মসূচীতে নিয়োজিত শ্রমিকদের মজুরী অবশ্যই খাদ্যশস্য দ্বারা পরিশোধ করতে হবে।	- ইউনিয়ন পর্যায়ে গঠিত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি এ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করবে। - বরাদ্দ আদেশ প্রাপ্তির ৬০ দনের মধ্যে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ সমাপ্ত করতে হবে। - প্রত্যেক প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অবশ্যই ১ টি করে সাইন বোর্ড স্থাপন করতে হবে। - প্রত্যেক প্রকল্পে ১ জন করে সর্দার এবং সুপারভাইজার থাকবে। এরা শ্রমিকদের মাধ্যমে মনোনীত হবে। - ব্যক্তি মালিকানাধীন ও বিরোধপূর্ণ জমিতে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যাবে না। - জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে এমন কোন প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে না। - পুকুর/জলাশয় ভরাটের কোন প্রস্তাব গ্রহণ করা যাইবে না।	১. পৌরসভা মেয়র কার্যালয় ২. উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার (গ শ্রেণীর পৌরসভার ক্ষেত্রে) কার্যালয় ৩. উপ-পরিচালক জেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যালয় (ক ও খ শ্রেণীর পৌরসভার ক্ষেত্রে) ৪. জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ৫. ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদফতর ৬. খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়	১. ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কার্যালয় ২. উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয় ৩. উপ-পরিচালক জেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যালয় ৪. জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ৫. ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদফতর ৬. খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়

উৎস: খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচীর আওতায় প্রকল্প গ্রহণ, প্রণয়ন, অনুমোদন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ পরিপত্র (অক্টোবর ২০০৯ পর্যন্ত সংশোধিত), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ।

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়: জিআর ক্যাশ (নগদ অর্থ) বন্টন কর্মসূচী

জিআর ক্যাশ (নগদ অর্থ) বন্টন কর্মসূচীর উদ্দেশ্য	জিআর ক্যাশ (নগদ অর্থ) বন্টন কর্মসূচী সহায়তা নীতিমালা	দরখাস্ত বাছাই, অনুমোদন, বাতিল ও সতর্কীকরণ	তথ্য আবেদন করার কর্তৃপক্ষ (যে কোন একটি)
কালবৈশাখী, ঘূর্ণিঝড়, অগ্নিকান্ড, বন্যা, ভূমিকম্প, নদীভাঙ্গন, জলোচ্ছ্বাস, বজ্রপাত, নৌকা/লঞ্চ/ ট্রলার ডুবি/ সড়ক দুর্ঘটনা প্রভৃতি কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের তাৎক্ষণিক সাহায্য করাই এ কর্মসূচীর উদ্দেশ্য ।	জেলা প্রশাসকগণ উক্ত "থোক" বরাদ্দ থেকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ/দুর্ঘটনার কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের তাৎক্ষণিক সাহায্য হিসেবে- ১. ব্যক্তি পর্যায়: কালবৈশাখী, ঘূর্ণিঝড়, অগ্নিকান্ড, বন্যা, ভূমিকম্প, নদীভাঙ্গন, জলোচ্ছ্বাস, বজ্রপাত, নৌকা/লঞ্চ/ট্রলার ডুবি/সড়ক দুর্ঘটনায় কোন ব্যক্তি আহত হলে বা অকাল মৃত্যুবরণ করলে এবং উক্ত আহত বা মৃত ব্যক্তির পরিবার অসচ্ছল হলে পরিবার প্রতি বিশেষ বিবেচনায় তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কর্তৃক- ক) মৃত ব্যক্তির পরিবার প্রতি সর্বোচ্চ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা থেকে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা বরাদ্দ করা যাবে । খ) আহত ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য সর্বোচ্চ ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা যাবে । গ) প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের পরিবার প্রতি সর্বোচ্চ ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা যাবে । ঘ) দুর্গত এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের সাহায্যার্থে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করে প্রয়োজনে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে নগদ অর্থ দিয়ে ডাল, তৈল, লবণ, মশলা, দিয়াশলাই, মোমবাতি, বিশুদ্ধ পানি, জ্বালানি কাঠ, চিড়া, গুড়, বিস্কুট ইত্যাদি ক্রয় করে ত্রাণ হিসেবে বিতরণ করতে পারবেন । ২. প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়: প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান, যেমন স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা/এতিমখানা/মসজিদ/মন্দির/পাঠাগার ইত্যাদির জন্য এককালীন থোক বরাদ্দ থেকে কোন অর্থ বরাদ্দ করা যাবে না । তবে জেলা প্রশাসকগণ প্রাপ্ত দরখাস্ত যাচাই-বাছাই পূর্বক প্রতিষ্ঠান প্রতি সর্বোচ্চ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে জিআর ক্যাশ (নগদ অর্থ) বরাদ্দ প্রদান করতে পারবেন:- ক) দরখাস্ত/আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট মাননীয় সংসদ সদস্য/সিটি কর্পোরেশন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/উপজেলা চেয়ারম্যান/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/পৌরসভা মেয়র/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক সুপারিশকৃত হতে হবে; খ) আবেদনে অবশ্যই প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতির সঠিক বিবরণ/তথ্যাদি উল্লেখ করতে হবে । গ) প্রতিষ্ঠান অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধনকৃত হতে হবে ।	- জিআর ক্যাশ (নগদ অর্থ) বরাদ্দের পূর্বে জেলা প্রশাসক দরখাস্তের তথ্য-উপাত্তের যথাযথ যাচাই করে অনুমোদন করবেন । ভুল তথ্য পরিবেশনের কারণে বরাদ্দের পরও তিনি তা বাতিল করতে পারবেন । - আবেদনে উল্লেখিত তথ্য অসত্য প্রমাণিত হলে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে । - এক অর্থবছরের বরাদ্দকৃত অর্থ কোন অবস্থাতেই আরেক অর্থবছরে বরাদ্দ দেয়া যাবে না ।	১. উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় ২. জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ৩. ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদফতর ৪. খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়

উৎস: পরিপত্র, নং-খাদুব্যম/ত্রাক-৩/৩৭-নীতিমালা/২০০৯(অংশ-২)/৩৩৯, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ।

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়: গৃহবাবদ মঞ্জুরী (টাকা) বরাদ্দ/বন্টন কর্মসূচী

জিআর ক্যাশ (নগদ অর্থ) বন্টন কর্মসূচীর উদ্দেশ্য	গৃহবাবদ মঞ্জুরী (টাকা) বরাদ্দ/বন্টন কর্মসূচীর সহায়তার নীতিমালা	দরখাস্ত বাছাই, অনুমোদন, বাতিল ও সতর্কীকরণ	তথ্য আবেদন করার কর্তৃপক্ষ (যে কোন একটি)
কালবৈশাখী, ঘূর্ণিঝড়, অগ্নিকান্ড, বন্যা, ভূমিকম্প, নদীভাঙ্গন, জলোচ্ছ্বাস, বজ্রপাতে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত ঘর-বাড়ী ও প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক সাহায্য করাই এ কর্মসূচীর উদ্দেশ্য।	জেলা প্রশাসকগণ উক্ত "থোক" বরাদ্দ থেকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের তাৎক্ষণিক সাহায্য হিসেবে বরাদ্দকৃত গৃহবাবদ মঞ্জুরী (টাকা) নিম্নলিখিত নীতিমালা অনুসরণপূর্বক বরাদ্দ করবেন:- ১. পারিবারিক পর্যায়: কালবৈশাখী, ঘূর্ণিঝড়, অগ্নিকান্ড, বন্যা, ভূমিকম্প, নদীভাঙ্গন, জলোচ্ছ্বাস, বজ্রপাতে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত ঘর-বাড়ীর ক্ষেত্রে পরিবার প্রতি সর্বোচ্চ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা এবং আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত ঘর-বাড়ীর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কর্তৃক গৃহবাবদ মঞ্জুরী হিসাবে বরাদ্দ করা যাবে। ২. প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়: প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান, যেমন স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা/এতিমখানা/মসজিদ/মন্দির/পাঠাগার ইত্যাদির জন্য এককালীন থোক বরাদ্দ থেকে কোন অর্থ বরাদ্দ করা যাবে না। তবে জেলা প্রশাসকগণ প্রাপ্ত দরখাস্ত যাচাই-বাছাই পূর্বক প্রতিষ্ঠান প্রতি সর্বোচ্চ ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে গৃহবাবদ মঞ্জুরী (টাকা) হিসাবে বরাদ্দ প্রদান করা যাবে:- তবে এ জন্যে দরখাস্তটি অবশ্যই সংশ্লিষ্ট মাননীয় সংসদ সদস্য/সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা /উপজেলা চেয়ারম্যান/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/পৌরসভা মেয়র/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক সুপারিশকৃত হতে হবে।	- গৃহবাবদ মঞ্জুরী (টাকা) বরাদ্দের পূর্বে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক উপযুক্ত কর্মকর্তা দ্বারা দরখাস্তের তথ্য-উপাত্তের যথার্থতা যাচাই করবেন এবং তার ভিত্তিতে অনুমোদন বা বাতিল করবেন। ভুল তথ্য পরিবেশনের কারণে বরাদ্দের পরও তিনি তা বাতিল করতে পারবেন। - আবেদনে উল্লেখিত তথ্য অসত্য প্রমাণিত হলে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। - এক অর্থবছরের বরাদ্দকৃত অর্থ কোন অবস্থাতেই আরেক অর্থবছরে বরাদ্দ দেয়া যাবে না।	১. উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় ২. জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয় ৩. জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ৪. ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদফতর ৫. খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়

উৎস: পরিপত্র, নং-খাদুব্যম/ত্রাক-৩/৩৭-নীতিমালা/২০০৯(অংশ-৩)/৪০০, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়: অতি দরিদ্র জনগণের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচী

কর্মসূচীর উদ্দেশ্য	কর্মসূচীর সময়	টার্গেট গ্রুপ ও কর্মসূচী এলাকা	কর্মসূচীর কাজের ধরন	সুবিধাভোগী হওয়ার শর্ত ও যোগ্যতা	তথ্য আবেদন করার কর্তৃপক্ষ (যে কোন একটি)
পল্লী অঞ্চলের অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে এবং প্রান্তিক চাষীসহ সক্ষম জনগোষ্ঠীকে কর্মহীন সময়ে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে আনার লক্ষ্যে "অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান" কর্মসূচী চালু করা হয়েছে। এ কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হল- ক) বাংলাদেশের অতিদরিদ্র বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি খ) সার্বিকভাবে জনগোষ্ঠী ও দেশের জন্য সম্পদ সৃষ্টি করা এবং গ) গ্রামীণ এলাকায় ক্ষুদ্র পরিসরে অবকাঠামো ও যোগাযোগ উন্নয়ন, যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়ন।	এ কর্মসূচী বাস্তবায়ন ২ টি পর্যায়ে পরিচালনা করা হয়। যেমন- ১ম পর্যায়: সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ৩ (তিন) মাস। ২য় পর্যায়: মার্চ থেকে এপ্রিল পর্যন্ত ২ (দুই) মাস। মোট সময়: ৫ (পাঁচ) মাস। তবে শর্ত থাকে যে, যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা বিশেষ অবস্থায়/কারণে সরকার উপরোল্লিখিত ৫ (পাঁচ) মাস ছাড়াও বছরের অন্যান্য সময়ে এ কর্মসূচী চালু রাখতে পারবে।	**টার্গেট গ্রুপ:** এ কর্মসূচীর মূল টার্গেট গ্রুপ হচ্ছে মূলতঃ মঙ্গাপীড়িত, নদীভাঙ্গন, চরাঞ্চল ও হাওড়-বাওড় এলাকায় অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীসহ সারা দেশের অতিদরিদ্র বেকার জনগোষ্ঠী এবং প্রান্তিক চাষী, যারা বছরের উল্লিখিত ০৫ (পাঁচ) মাস কর্মহীন থাকে। **কর্মসূচী এলাকা:** দেশের নদী ভাঙ্গা, বন্যা, হাওড়-বাওড় ও উপকুলবর্তী চর এলাকাসহ (সম্ভাব্য মঙ্গাপীড়িত এলাকা) অতিদরিদ্র প্রবণ ৮০ টি উপজেলাকে অগ্রাধিকার দিয়ে দেশের ৬৪ টি জেলা এ কর্মসূচীর আওতাভুক্ত থাকবে।	এ কর্মসূচীতে কৃষি উৎপাদনে সহায়ক কার্যক্রমের উপর গুরুত্বারোপ করে- - খাল খনন/পুন:খনন - বাঁধ নির্মাণ/পুন:নির্মাণ - রাস্তা নির্মাণ/পুন:নির্মাণ - জলাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য নালা ও সেচনালা খনন/পুন:খনন - বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কবরস্থান, ঈদগাহ, শ্মশান আঙ্গিনায় মাটি ভরাট - ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের কবল থেকে গবাদিপশু রক্ষার্থে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রের পাশে মাটির কিল্লা নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ - কম্পোস্ট সার /জৈব সার তৈরী করে আবাদি জমিতে প্রয়োগ - হেলিপ্যাড/বাজারের চত্তর /পশুর হাট চত্তর উঁচুকরণ - বৃষ্টির পানি/খাবার পানি সংরক্ষণের জন্য রিজার্ভার নির্মাণ - এছাড়া মন্ত্রণালয় কিংবা জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক অন্য কোন সুপারিশ গৃহীত হলে সেটিও ভবিষ্যতে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।	**ক)** নদীভাঙ্গন, মঙ্গাপীড়িত, হাওড়-বাওড় ও চরাঞ্চলসহ দেশের পল্লী এলাকার প্রান্তিক চাষীসহ অতিদরিদ্র ও স্থায়ী কর্মক্ষম বাসিন্দা; শীত প্রধান এলাকা। **খ)** কাজে আগ্রহী অথচ কর্মহীন এবং অদক্ষ এমন দরিদ্র ব্যক্তি। অদক্ষ বলতে এমন দিনমজুর বা ক্ষেতমজুরকে বোঝাবে যিনি রাজমিস্ত্রি, কাঠমিস্ত্রি, বিদ্যুৎমিস্ত্রি, গ্যাসমিস্ত্রি বা কারখানা শ্রমিক নন বা যার কর্মসংস্থানের অন্য কোন ব্যবস্থা নেই। কোন কৃষক বা সচ্ছল ব্যক্তির পরিবারের নিয়মিত বা প্রায় স্থায়ীভাবে কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিও নিবন্ধনের আওতাভুক্ত হবেন না; **গ)** জাতীয়ভাবে ইস্যুকৃত পরিচয়পত্রই এদের পরিচয়পত্র বলে বিবেচিত হবে; **ঘ)** ১৮-৬০ বছর বয়সী কর্মক্ষম ব্যক্তি; **ঙ)** নারী/পুরুষ নির্বিশেষে পরিবারের ১ জন কাজ পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবে; **চ)** ভূমিহীন (বসতবাড়ি ব্যতীত কোন ব্যক্তির জমির পরিমাণ ০.৫ একর বা তার কম হলে তিনি ভূমিহীন বলে গণ্য হবেন), নিম্ন আয়ের জনগণ যাদের মৎস্য আবাদের জন্য পুকুর বা উল্লেখযোগ্য পশুসম্পদ নেই এমন নারী অথবা পুরুষ **ছ)** এ কর্মসূচী চলাকালীন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত কোন ব্যক্তি এতে আওতাভুক্ত হতে পারবেন না; **জ)** এ কর্মসূচীতে নিবন্ধনকৃত কোন ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়লে/মারা গেলে তার অনুপস্থিতিতে ঐ পরিবারের অপর কোন কর্মক্ষম ব্যক্তি এ সুযোগ লাভে অগ্রাধিকার পাবে; **ঝ)** মহিলা শ্রমিকের নিবন্ধনের সংখ্যা মোট শ্রমিকের নিবন্ধনের সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ হতে হবে; ঞ) মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য মহিলাদের নিয়ে পৃথক দল গঠন ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করা।	১. উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় ২. জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয় ৩. জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ৪. ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদফতর ৫. খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়

উৎস: পরিপত্র, নং-খাদুব্যম/ত্রাক-৩/৩৭-নীতিমালা/২০০৯(অংশ-৩)/৪০১, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়: কম্বল/চাদর/শীতবস্ত্র বরাদ্দ/বন্টন কর্মসূচী

কম্বল/চাদর/শীতবস্ত্র বরাদ্দ বন্টন কর্মসূচীর উদ্দেশ্য	কম্বল/চাদর/শীতবস্ত্র বরাদ্দ বন্টন কর্মসূচী পরিচালনার সময়সূচী	কম্বল/চাদর/শীতবস্ত্র বরাদ্দ বন্টন কর্মসূচী পরিচালনার মূল নীতিমালা বা শর্তাবলী	তথ্য আবেদন করার কর্তৃপক্ষ (যে কোন একটি)
দুঃস্থ জনগণের শীত নিবারণের লক্ষ্যে শীতবস্ত্র প্রদান/সাহায্য করাই এ কর্মসূচীর উদ্দেশ্য ।	এ কর্মসূচী প্রত্যেক বছরের শীত মৌসুম শুরু হওয়ার সাথে সাথে শুরু করা হয় ।	- জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক প্রণীত স্থানীয় চাহিদা । - শীত প্রধান এলাকা । - দুঃস্থ জনগণের আধিক্য এবং দুঃস্থতার মাত্রা এবং - জনসংখ্যা ।	১. উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় ২. জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয় ৩. জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ৪. ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদফতর ৫. খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়

উৎস: পরিপত্র, নং-খাদুব্যম/ত্রাক-৩/৩৭-নীতিমালা/২০০৯(অংশ-৩)/৪০১, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ।

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়: গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচী

কর্মসূচীর উদ্দেশ্য	কর্মসূচী বাস্তবায়ন এলাকা ও সময়সীমা	প্রকল্প বাছাই ও প্রণয়ন এবং শ্রমিক মজুরীর পরিমাণ	প্রকল্পে সুবিধাভোগী হওয়ার শর্তাবলী বা যোগ্যতা	তথ্য আবেদন করার কর্তৃপক্ষ	
				পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন (যে কোন একটি)	**ইউনিয়ন/উপজেলা** (যে কোন একটি)
বিভিন্ন ক্ষুদ্র প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সারাদেশে শিক্ষা ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণের ভিত্তিতে দরিদ্র/শ্রমিক/বেকার জনসাধারণের কর্মসংস্থানসহ ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই এই কর্মসূচীর অন্যতম উদ্দেশ্য।	**কর্মসূচী বাস্তবায়ন এলাকা:** এই কর্মসূচী বাংলাদেশে সকল এলাকায় পরিচালনা করা হয়। **সময়সীমা:** - অধিদফতর হতে বরাদ্দ প্রাপ্তির ২০ (বিশ) দিনের মধ্যে কাজ আরম্ভ করতে হবে। - প্রকল্পের কাজ আরম্ভ করার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। - নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা না হলে জারীকৃত বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে।	**প্রকল্প বাছাই ও প্রণয়ন শর্তাবলী:** গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচীর আওতায় নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করা যাবে- - বিগত বছরে বাস্তবায়িত কাবিখা প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। - বাঁধ ও রাস্তা মেরামত। - নালা নির্মাণ/সংস্কার, নর্দমা খনন এবং সংরক্ষণ। - শিক্ষা/জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান সমূহ মেরামত/উন্নয়ন। - সেনিটারী ল্যাট্রিন নির্মাণসহ জনস্বাস্থ্য এবং পরিবেশ উন্নয়নকল্পে জনহিতকর কার্য সম্পাদন। - গ্রামীণ যাতায়াত ব্যবস্থার সুবিধার্থে বাঁশ/কাঠের সাঁকো নির্মাণ। - পানি নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখিয়া প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। - ব্যক্তিগত সম্পত্তি উন্নয়নের জন্য কোন সম্পদ বরাদ্দ দেওয়া যাবে না। **শ্রমিক মজুরীর পরিমাণ:** দিনে প্রতি ৭ (সাত ঘন্টা) কাজের বিনিময়ে ৮ কেজি চাল/গম প্রদান করতে হবে।	এই প্রকল্পে সুবিধাভোগী হওয়ার জন্য প্রার্থীকে অবশ্যই- - দরিদ্র হতে হবে। - শ্রমিক হতে হবে। - বেকার হতে হবে।	১. পৌরসভা মেয়র কার্যালয় ২. উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয় ৩. উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় ৪. উপ-পরিচালক জেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যালয় ৫. জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ৬. ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদফতর ৭. খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়	১. ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কার্যালয় ২. উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয় ৩. উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় ৪. উপ-পরিচালক জেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যালয় ৫. জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ৬. ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদফতর ৭. খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়

উৎস: পরিপত্র, নং-খাদুব্যম/ত্রাক-১/১(১)/২০০৯-১০/২৭, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়: প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচী

প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদানের উদ্দেশ্য	প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তি প্রকল্পভুক্ত প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও দরিদ্র পরিবারের মানদন্ড	প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তি প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি	প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তি প্রাপ্তির শর্তাবলী	প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তির মাসিক হার ও উপবৃত্তি বিতরণ পদ্ধতি	তথ্য আবেদন করার কর্তৃপক্ষ (যে কোন একটি)
বাংলাদেশের দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা লাভের সুযোগ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এই কর্মসূচী ২০০৮-১৩ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে- - দরিদ্র পরিবারের সকল স্কুল বয়সী ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি করা - প্রাথমিক স্কুলে ভর্তিকৃত সকল ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতির হার বৃদ্ধি করা - প্রাথমিক স্কুলে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের ঝড়ে পড়ার হার রোধ করা - সকল প্রাথমিক স্কুলে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আর্থিক সহযোগিতার সমতা প্রতিষ্ঠা করা - প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমন উপযোগী শিশুদের শিশুশ্রম রোধ ও দারিদ্র্য বিমোচন - প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করা নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা	**প্রকল্পভুক্ত প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলতে নিম্নোক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বুঝাবে:** ক) সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় খ) রেজিষ্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় গ) কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ঘ) অস্থায়ী রেজিষ্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ঙ) সরকারী অনুদানে এনজিও কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক বিদ্যালয় চ) সরকার কর্তৃক স্বীকৃতপ্রাপ্ত স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা এবং ছ) মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক স্তর **দরিদ্র পরিবার বলতে বুঝাবে:** দু:স্থ বিধবা মহিলা, দিনমজুর, অসচ্ছল পেশাজীবি (যেমন জেলে, কামার, কুমার, তাঁতী, মুচী প্রভৃতি), ভূমিহীন (.৫০একর পর্যন্ত জমির মালিক), প্রতিবন্ধী ও উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীর পরিবার	১. প্রধান শিক্ষক প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজমেন্ট কমিটির সহায়তায় দরিদ্র পরিবারের মানদন্ড অনুযায়ী প্রকল্পভুক্ত প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ ৪০ ভাগ দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীকে নির্বাচন করে একটি তালিকা প্রণয়ন করবেন। ২. প্রস্তুতকৃত তালিকা উপজেলা শিক্ষা অফিসার যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে তা অনুমোদন করবেন। ৩. অনুমোদিত তালিকা নির্ধারিত ছকে প্রস্তুতকৃত বাধাঁই করা ০২ (দুই)টি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করে প্রধান শিক্ষক উহার কপি উপজেলা শিক্ষা অফিসে প্রেরণ করবেন। উপজেলা শিক্ষা অফিসার উক্ত কপি সংরক্ষণ করবেন। ৪. প্রত্যেক বছর ১ম শ্রেণীর দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রী ও পরিবার (এক বা একাধিক সন্তান বিশিষ্ট) চিহ্নিত করতে হবে। ৫. শর্তভঙ্গের কারণে কোন ছাত্র-ছাত্রীর উপবৃত্তি বাতিল হলে তার পরিবর্তে যোগ্যতা সম্পন্ন অপর ছাত্র-ছাত্রীকে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।	১. উপবৃত্তির জন্য নির্বাচিত ছাত্র-ছাত্রীকে অবশ্যই দরিদ্র পরিবারের সন্তান হতে হবে। ২. তালিকাভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীকে মাসে কমপক্ষে ৮৫% পাঠ দিবসে উপস্থিত থাকতে হবে। অন্যথায় ঐ মাসের উপবৃত্তি বাতিল হবে। ৩. ১ম শ্রেণী ব্যতীত তালিকাভুক্ত অন্য সকল শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বার্ষিক পরীক্ষায় কমপক্ষে ৩৩% নম্বর পেতে হবে। ৪. সুবিধাভোগী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যে সকল ছাত্র-ছাত্রী যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত বিদ্যালয়ের নির্ধারিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করে তাহলে তার উপবৃত্তি প্রদান বন্ধ রাখা হবে। ৫. কোন অনুকুল আবহাওয়ার দিনে পরিদর্শনকালে মোট ছাত্র-ছাত্রীর ৬০% এর কম উপস্থিতি দেখা দিলে উক্ত বিদ্যালয়ে উপবৃত্তি সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হবে। পরবর্তীতে সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত হলে তা পুনরায় বিতরণ করা যাবে। ৬. যৌথকার্ডধারী দুইজন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে যদি একজন ছাত্র-ছাত্রী উপবৃত্তি প্রাপ্তির শর্তাবলী ভঙ্গ করে থাকে তাহলে অপরজন একক কার্ডধারী হিসেবে সুবিধা পাবে।	**প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তির মাসিক হার:** এই কর্মসূচীর আওতায় কোন দরিদ্র পরিবারের এক সন্তান প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তি প্রকল্পভুক্ত বিদ্যালয়গুলোতে অধ্যয়ন করলে মাসিক ১০০/- (একশত) টাকা এবং একাধিক সন্তান অধ্যয়ন করলে মাসিক (একশত পঁচিশ) টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান করা হবে। **প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তি বিতরণ পদ্ধতি:** ১. নির্বাচিত দরিদ্র পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদের মাতা, তাঁর অনুপস্থিতিতে পিতা এবং উভয়ের অনুপস্থিতিতে বৈধ অভিভাবক নির্ধারিত ব্যাংকের স্থানীয় শাখায় একটি হিসাব খুলবেন। ২. ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সুবিধাভোগী দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের মাতা/পিতা/বৈধ অভিভাবকদের ব্যাংক হিসাবে অর্থ স্থানান্তরণ করা হবে। ৩. উপজেলা পর্যায়ে ব্যাংক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক অনুমোদিত বিল এবং তালিকা অনুযায়ী অর্থ উপকৃত পরিবারের কার্ড একাউন্টে স্থানান্তর করা হবে। ৪. একাধিক সন্তান বিশিষ্ট পরিবারের অভিভাবকদের জন্য সবুজ ও সাদা রং এর কার্ড এবং এক সন্তান পরিবারের জন্য লাল/হলুদ ও সাদা কার্ড ব্যবহার করা হবে।	১. সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বেসরকারী রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তি প্রকল্পের আওতাভুক্ত সকল বিদ্যালয় ২. উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় ৩. জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় ৪. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদফতর ৬. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

উৎস: স্মারক নং: প্রাশিউপ (২-প:)/গবে:শা:/পরিপত্র/৭-১১/২০০৯/১৬৫৭, ১১৮২ ও ৩১৫৮

শিক্ষা মন্ত্রণালয়: মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তি প্রকল্প (সেকেন্ডারী এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট)

মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদানের উদ্দেশ্য	মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তি প্রকল্পে "যোগ্য শিক্ষার্থী ও অতি দরিদ্র শিক্ষার্থী নির্বাচনের মানদন্ড"	মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তি প্রকল্পে "দরিদ্র শিক্ষার্থীর উপবৃত্তি প্রাপ্তির যোগ্যতা"	মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তি প্রকল্পে "অতি-দরিদ্র শিক্ষার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়া"	মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তি প্রকল্পে প্রদত্ত সুবিধা	তথ্য আবেদন করার কর্তৃপক্ষ (যে কোন একটি)
বাংলাদেশ সরকার দেশের সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার হার বৃদ্ধি ও গুণগত মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এই মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।	**মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তি প্রকল্পে "যোগ্য শিক্ষার্থী" বলতে বুঝাবে:** শিক্ষা মন্ত্রণালয় নির্দেশিত "অতি- দরিদ্র শিক্ষার্থী নির্বাচনের মানদন্ড" (Pro-Poor Targeting Criteria) অনুসারে ভর্তিকৃত ছাত্রীর ৩০% দরিদ্র ছাত্রী এবং ভর্তিকৃত ছাত্রের ১০% দরিদ্র ছাত্র। **"অতি- দরিদ্র শিক্ষার্থী নির্বাচনের মানদন্ড" বলতে বুঝাবে:** ১) শিক্ষার্থীর পিতা/অভিভাবক ৫০ শতাংশের কম ভূমির মালিক; ২) পিতা/অভিভাবকের বার্ষিক আয় ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকার নিচে; ৩) দুঃস্থ অসহায় গোষ্ঠী (যেমন এতিম, অনাথ); ৪) অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা সন্তান; ৫) উপার্জনে অসমর্থ/বিকলাঙ্গ (যেমন পঙ্গু, অন্ধ, বোবা ইত্যাদি) পিতা/মাতার সন্তান; ৬) নদী ভাঙ্গন কবলিত/ বাস্তুহারা ও অসচ্ছল পরিবারের সন্তান ৭) নিম্ন আয়ের শ্রমজীবি (যেমন রিক্সাচালক, দিনমজুর ইত্যাদি) অভিভাবকের সন্তান; ৮) সকল চরম প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী (যেমন বোবা, অন্ধ, বিকলাঙ্গ, শারীরিক প্রতিবন্ধী অথবা যাদের আইকিউ গড়ে ৮০ এর নীচে এবং ডাক্তারের সনদপ্রাপ্ত)	**মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তি প্রকল্পে "দরিদ্র শিক্ষার্থীর উপবৃত্তি প্রাপ্তির যোগ্যতা"বলতে বুঝাবে:** ১. শিক্ষাবর্ষে গড়ে ন্যূনতম ৭৫% ক্লাসে উপস্থিতি (প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে শিথিলযোগ্য); ২. ৬ষ্ঠ-৭ম শ্রেণীতে বার্ষিক পরীক্ষার গড়ে ন্যূনতম ৩৩% নম্বর অর্জন, ৮ম- ৯ম শ্রেণীতে বার্ষিক পরীক্ষায় গড়ে ন্যূনতম ৪০% নম্বর অর্জন এবং ১০ম শ্রেণীতে শিক্ষা বোর্ডের নিয়মানুসারে নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া; ৩. এসএসসি/দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা পর্যন্ত অবিবাহিত থাকা।	**মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তি প্রকল্পে "অতি-দরিদ্র শিক্ষার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়া" বলতে বুঝাবে:** - ভর্তিকৃত ছাত্রীর ৩০% দরিদ্র ছাত্রী এবং ভর্তিকৃত ছাত্রের ১০% অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ছাত্র নির্বাচন করে তার তালিকা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বরাবরে প্রেরণ করা; - নির্বাচিত তালিকার একটি কপি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নোটিশ বোর্ডে ঝুলিয়ে রাখা; - একইভাবে নির্বাচিত তালিকার কপি উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা; - প্রদর্শিত তালিকায় যদি কোন যোগ্য শিক্ষার্থী বাদ পড়ে বা অযোগ্য কোন শিক্ষার্থীর নাম অন্তর্ভুক্ত হয় তবে তা ঐ তালিকা প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবরে উক্ত শিক্ষার্থীর অভিভাবকের লিখিত আপত্তি দাখিল করা। এর প্রেক্ষিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পরবর্তী ৫ কর্মদিবসের মধ্যে তা নিষ্পত্তি করে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারকে নির্দেশ প্রদান করবেন।	**মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তি প্রকল্পে প্রদত্ত সুবিধা:** ১. উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর কাছ থেকে কোন টিউশন ফি গ্রহণ না করা। ২. নিম্নলিখিত হারে মাসিক উপবৃত্তি প্রদান করা হয় - ৬ষ্ঠ শ্রেণী - ২৫ টাকা ৭ম শ্রেণী - ৩০ টাকা ৮ম শ্রেণী - ৩৫ টাকা ৯ম শ্রেণী - ৭০ টাকা ১০ম শ্রেণী - ৭০ টাকা	১. সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বেসরকারী রেজি: মাধ্যমিক বিদ্যালয়সহ মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তি প্রকল্পের আওতাভুক্ত সকল বিদ্যালয় ২. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় ৩. জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় ৪. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর ৫. শিক্ষা মন্ত্রণালয়

উৎস: সহযোগিতা চুক্তিপত্র, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বা:স:মু:-২০০৯/১০-৩৪২৩ কম(সি-১)-২০০৯।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়: মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা কার্যক্রম

কার্যক্রমের উদ্দেশ্য	মুক্তিযোদ্ধা চিহ্নিতকরণের মানদন্ড ও ভাতা প্রাপ্তির যোগ্যতা	প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি	ভাতা পরিশোধ পদ্ধতি ও ভাতার পরিমাণ	তথ্য আবেদন করার কর্তৃপক্ষ (যে কোন একটি)
মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্যে যেসব বীর মুক্তিযোদ্ধা জীবন বাজী রেখে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং বর্তমানে যাঁরা নানা কারণে নিম্ন আয়ের মধ্যে জীবন-যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন তাদের কল্যাণের উদ্দেশ্য নিয়েই এই অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।	**মুক্তিযোদ্ধা:** - মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক স্বাক্ষরিত সাময়িক সনদপত্রধারী; অথবা - এ পর্যন্ত জাতীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত চারটি তালিকার মধ্যে যাঁদের নাম কমপক্ষে দুইটি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে; অথবা - সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ এবং বাংলাদেশ রাইফেলস হতে প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা তালিকায় যাঁদের নাম অন্তর্ভুক্ত আছে: অথবা - পরবর্তীতে যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে যাঁদের নাম গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে চূড়ান্ত ভাবে প্রকাশ করা হবে। **সম্মানী ভাতা পাওয়ার যোগ্য মুক্তিযোদ্ধা:** - মুক্তিযোদ্ধা যাঁর বার্ষিক আয় মোটামুটি ১২,০০০/- (বার হাজার) টাকার উর্ধ্বে নয় - কর্মক্ষম নন বা আংশিক কর্মক্ষম/ভূমিহীন/কর্মহীন/সহায়সম্বলহীন মুক্তিযোদ্ধা। **মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা প্রাপ্তির অযোগ্যতা:** - যিনি সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মজীবি। - গ্র্যাচুইটি বা পেনশনের সুবিধাসহ যার বার্ষিক আয় ১২,০০০/- (বার হাজার) টাকার উর্ধ্বে। - যিনি মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট/বেসরকারী সংস্থা হতে নিয়মিত আর্থিক অনুদান পেয়ে থাকেন।	ক) মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা প্রদানের জন্য প্রণীত পূর্বের তালিকা নিম্নোক্ত রদবদলসহ পুরোটাই বহাল থাকবে: ১) মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা প্রাপকদের বর্তমান তালিকা সংশ্লিষ্ট থানা কমিটি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জেলা কমিটি) কর্তৃক পর্যালোচনা করে যাঁরা সচ্ছল বা অমুক্তিযোদ্ধা তাঁদের নাম তালিকা হতে বাদ যাবে। ২) সমসংখ্যক যোগ্য প্রার্থী মনোনয়ন করে উভয়ক্ষেত্রে জেলা কমিটির চূড়ান্ত অনুমোদনক্রমে তা উপজেলা কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। খ) জেলা, উপজেলা, পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনের এলাকাভুক্ত থানাসমূহে নতুনভাবে ভাতা বিতরণের জন্য অতিরিক্ত প্রার্থী বাছাইকল্পে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে দরখাস্ত আহবান করবেন। এ ব্যাপারে বর্তমান মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল/পৌরসভা চেয়ারম্যান/মেম্বার এবং স্থানীয় বিদ্যালয়/মাদ্রাসাসমূহের প্রধানসহ অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগণকে বিজ্ঞপ্তি আকারে জানাতে হবে। গ) মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা গ্রহণে আগ্রহী প্রার্থীগণ নির্ধারিত ছকে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের এলাকাভুক্ত থানাসমূহের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলার উপ-পরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয় ও সিটি কর্পোরেশনের এলাকাভুক্ত থানাসমূহের ভাতা বিতরণ সংক্রান্ত কমিটির সদস্য-সচিব এবং উপজেলার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলার সমাজসেবা কর্মকর্তা ও উপজেলা কমিটির সদস্য-সচিব বরাবরে আবেদনপত্র পেশ করবেন। ঘ) মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা প্রদানের জন্য প্রার্থী বাছাইয়ের লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে একটি, সিটি কর্পোরেশনের এলাকাভুক্ত থানাসমূহের জন্য উক্ত কর্পোরেশনের থানাসমূহে ভাতা বিতরণ সংক্রান্ত কমিটি এবং জেলা পর্যায়ে একটি কমিটি থাকবে।	**ভাতা পরিশোধ পদ্ধতি:** - কোন উপজেলা বা মেট্রোপলিটন থানায় নির্ধারিত সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা পাওয়া না গেলে একই জেলার অন্য উপজেলা বা মেট্রোপলিটন থানা থেকে যোগ্য প্রার্থী দ্বারা সংখ্যা পূরণ করা হবে। - উপজেলার ক্ষেত্রে উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা এবং মেট্রোপলিটন থানার ক্ষেত্রে উপ-পরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয় কর্তৃক চূড়ান্তভাবে বাছাই করে ভাতা প্রাপকদের তালিকা প্রণয়ন ও সংরক্ষণ পূর্বক প্রয়োজনীয় উপকরণসহ সংশ্লিষ্ট উপজেলা বা জেলার হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবে। - উপজেলা বা মেট্রোপলিটন থানায় অবস্থিত সোনালী/ জনতা/ অগ্রণী/ রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক/ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের শাখার মাধ্যমে এ ভাতা পরিশোধ করা হবে। **ভাতার পরিমাণ:** মাসিক ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা।	১. উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় ২. উপ-পরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয় ৩. সমাজসেবা অধিদফতর ৪. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

উৎস: মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা কার্যক্রম এবং প্রার্থী বাছাইয়ের সংশোধিত নীতিমালা ও ভাতা পরিশোধ পদ্ধতি, সেপ্টেম্বর ২০০২, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

ভূমি মন্ত্রণালয় : খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা

'খাসজমি' ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালার উদ্দেশ্য	**'খাসজমি' কাকে বলে এবং কত প্রকার ও কি কি ?**	**'খাসজমি' কারা পাবে?**	**'ভূমিহীন পরিবার' বলতে কি বোঝায়?**	**'ভূমিহীন পরিবার' বাছাই প্রক্রিয়া**	**ভূমিহীন পরিবারের অগ্রাধিকার প্রদানের তালিকা**	**তথ্য আবেদন করার কর্তৃপক্ষ :** যে কোন একটি
প্রত্যেক মানুষের জীবনের সাথে ভূমি বা জমির একটা নিবিড় ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। কারণ মানুষ ভূমিতে বসবাস করে। ভূমিকে কেন্দ্র করেই প্রত্যেক মানুষের জীবন-ধারণ প্রক্রিয়া আবর্তিত হয়। তাই নিজ ভূমি বা জমি ছাড়া বসবাস করার কথা এখন বলতে গেলে সবার কাছে একটা কল্পনাতীত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সবাই সাধ্যমত জমির মালিক হতে চায়। জমি ভোগদখলের মাধ্যমে উন্নতি সাধন করতে চায়। যদিও লোকসংখ্যার অনুপাতে ভূমির স্বল্পতাজনিত সমস্যা বর্তমানে আমাদের দেশে মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে দিন দিন অনেকে ভূমির মালিক হয়ে উঠছে, আবার অনেকে প্রতিনিয়ত নানা প্রতিকুলতায় টিকতে না পেরে একমাত্র বসতভিটা হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ছে। তাই সরকার ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা প্রণয়ন করেছে।	**'খাসজমি' কাকে বলে? খাসজমি কত প্রকার ও কি কি?** সরকারি ভূমি অফিসে ৮নং রেজিস্ট্রারের ১ নম্বর খতিয়ানে তালিকাভূক্ত সকল জমিই 'খাস জমি' নামে অভিহিত। ৮ই মার্চ ১৯৯৫ তারিখে প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেট এর মাধ্যমে খাসজমিকে ভূমি মন্ত্রণালয় দুই ভাগে ভাগ করেছে। যেমন: **কৃষি খাসজমি** ১৬ই এপ্রিল ১৯৯৭ তারিখে জারিকৃত কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা অনুযায়ী দেশের সকল মেট্রোপলিটন এলাকা, সকল পৌর এলাকা এবং সকল জেলা/উপজেলা সদর এলাকাভুক্ত সকল প্রকার জমি ব্যতীত এর বাইরে অবস্থিত কৃষিযোগ্য সকল খাসজমিই কৃষি খাসজমি হিসেবে বিবেচিত। **অকৃষি খাসজমি** খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা অনুযায়ী দেশের সকল মেট্রোপলিটন এলাকা, সকল পৌর এলাকা এবং সকল জেলা/উপজেলা সদর এলাকাভুক্ত যে সকল খাসজমি আছে তা নীতিমালায় অকৃষি খাসজমি হিসেবে বিবেচিত।	**কৃষি খাসজমি:** কৃষি খাসজমি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়। **অকৃষি খাসজমি:** অকৃষি খাসজমি সমূহ সরকারি উন্নয়ন কাজে ব্যবহৃত হয়।	**ভূমিহীন পরিবার:** ভূমিহীন পরিবার হচ্ছে: (ক) যে পরিবারের বসতবাড়ি ও কৃষি জমি কিছুই নাই, কিন্তু পরিবারটি কৃষি নির্ভর। (খ) যে পরিবারের ১০ শতাংশ পর্যন্ত বসতবাড়ি আছে, কিন্তু কৃষিযোগ্য জমি নেই, এরূপ কৃষি নির্ভর পরিবারও ভূমিহীন হিসেবে গণ্য হবে।	**'ভূমিহীন পরিবার' বাছাই প্রক্রিয়া:** (ক) ভূমিহীনগণ থানা কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটির সদস্য-সচিব ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর নিকট নির্ধারিত ফরমে দরখাস্ত দাখিল করবেন। (খ) সদস্য সচিব প্রাপ্ত দরখাস্তগুলো ইউনিয়ন অনুযায়ী বাছাই করবেন। (গ) উপজেলা কমিটি প্রতিটি ইউনিয়নের মাধ্যমে সরাসরি আবেদনকারীদের সামনে জিজ্ঞাসা ও পরীক্ষা করে প্রাথমিক বাছাই করবেন। (ঘ) প্রাথমিক বাছাইয়ের পর সরেজমিনে যাচাই করে প্রকৃত ভূমিহীন পরিবার বাছাই করবেন। (ঙ) আবেদনকারী ওর্য়াড মেম্বার/চেয়ারম্যান কর্তৃক ২ কপি ছবি সত্যায়িত করে স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানাসহ আবেদনপত্র জমা দেবেন। (চ) আবেদনের সহিত ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক নাগরিকত্ব সনদ জমা দিতে হবে। (ছ) একান্নভুক্ত পরিবারের একাধিক সদস্যকে খাসজমি দেওয়া যাবে না। (জ) স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে। বিধবা বা বিপত্নীক হলে একক নামেও দেওয়া যাবে। (ঝ) কোন পরিবারকে সর্বোচ্চ ১ একর জমি দেয়া যাবে। তবে উপকুলীয় এলাকার হলে খাসজমি প্রাপ্যতার সাপেক্ষে সর্বোচ্চ ১.৫ একর পর্যন্ত দেয়া যেতে পারে।	**অগ্রাধিকার প্রদানের শর্তাবলী:** ক) দু:স্থ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার। খ) নদীভাঙ্গা পরিবার। গ) সক্ষম পুত্রসহ বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা পরিবার। ঘ) কৃষি জমিহীন ও বাস্তুভিটাহীন পরিবার। ঙ) ১০ শতাংশ বসতবাটি আছে কিন্তু কৃষিযোগ্য জমি নেই এরূপ কৃষি নির্ভর পরিবার। চ) অধিগ্রহণের ফলে ভূমিহীন হয়ে পড়েছে এমন পরিবার।	১. ইউনিয়ন ভূমি অফিস ২. উপজেলা ভূমি অফিস ৩. জেলা ভূমি অফিস ৪. ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৫. ভূমি সংস্কার বোর্ড ৬. ভূমি মন্ত্রণালয়

উৎস: : খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ভূমি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

কৃষি মন্ত্রণালয় : কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণের নিয়মাবলী

কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণের উদ্দেশ্য	কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড কারা পাবেন	কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড কারা পাবেন না	কি ধরনের সহায়তা প্রদান করা হয়	কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড প্রদানের ক্ষেত্রে করণীয়	তথ্য আবেদন করার কর্তৃপক্ষ (যে কোন একটি)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দেশের দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কৃষি চাষে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনে উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। ২০১০ সালে শুরু হওয়া এই কর্মসূচীর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে দেশে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা।	• যারা জমি চাষ করছেন তারা কৃষি কার্ড পাবেন। • বোরো চাষীদের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কৃষি কার্ড বিতরণ করতে হবে। • অন্যান্য চাষীদের মধ্যে পরবর্তীতে কার্ড বিতরণ করতে হবে।	• জমির মালিক কিন্তু জমি চাষ করেন না, তিনি কার্ড সহায়তা পাবেন না। • সচ্ছল কৃষকরা কার্ড পাবেন না। • কৃষকদের মধ্যে জমি চাষ করছেন না-এমন কৃষকরা কার্ড পাবেন না।	• কৃষি ভর্তুকি বাবদ নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা। • বীজ, সার, ডিজেল (ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও মাঝারী কৃষক) ইত্যাদি কৃষি উপকরণের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করা।	• ছবি ছাড়া কার্ড বিতরণ করা যাবে না। • কার্ড বিতরণের তথ্য রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করতে হবে। • উপজেলা কৃষি অফিসার ও নির্বাহী অফিসার প্রয়োজনে ফেক্সিমিল সিল ব্যবহার করতে পারবে। • কৃষক পরিচিতি নং লিখতে হবে। • উপজেলা নির্বাহী অফিসার তালিকাভুক্ত কৃষকদের ব্যাংক একাউন্ট খোলার জন্য কৃষকের তালিকা সংশ্লিষ্ট সরকারী ব্যাংকে প্রেরণ করবেন। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ প্রাপ্ত তালিকা অনুযায়ী ১০ টাকা জমা গ্রহণ পূর্বক কৃষককের ব্যাংক একাউন্ট খোলার ব্যবস্থা করবে।	১. ইউনিয়ন কৃষি অফিস ২. উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিস ৩. জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিস ৪. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ৫. কৃষি মন্ত্রণালয়

উৎস: কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণের নিয়মাবলী, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।